আহারে সেই দিনগুলো

বয়স এখন চল্লিশের উপর। জীবন অনেকটাই গোছানো, আবার অনেকটাই জটিল। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গে বহু দায়িত্বের শব্দে, অফিসের কাজ, বাচ্চার স্কুল, সংসারের ব্যস্ততা, একটার পর একটা দায়। দিনের শেষে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর মন খুঁজে ফেরে অতীতের নিঃশ্বাস ভরা সেই দিনগুলিকে। কখনো কখনো হঠাৎ মনে পড়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের এগ্রোনমি ব্যবহারিক ক্লাসগুলোর কথা। সকালবেলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছি আমি ও আমার সহপাঠীরা। হাতে কোদাল,লাঙ্গল, কাস্তে। কারো মুখে হাসি, কারো চোখে মুখে দুশ্চিন্তার বলিরেখা। স্যার বললেন, আজ জমি প্রস্তুত করতে হবে, এর পর ধান চাড়া লাগানো শিখবে তোমরা। সূর্যটা বেশ তেজি ছিল, কিন্তু বন্ধুরা পাশে থাকলে তাপ কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না। সবাই মিলে মাটি কুপিয়ে, গুরিয়ে, ভিজিয়ে জমি তৈরী করার সেই অভিজ্ঞতা যেন জীবনের প্রথম দায়িত্ব পালন করার মত মনে হয়েছিল। তারপর ছোট ছোট ধানের চারা লাগানোর সময় মনে হয়েছিল এ যেন নিজের ভবিষ্যৎ রোপন করছি। কারো চারা বেঁকে গেছে দেখে হাসাহাসি, কারো সোজা লাগানো দেখে প্রশংসা। কত যে সময় পার করেছি বিভিন্ন গাছ-গাছালি, লতা-পাতা, ফুল-ফল, রোগ জীবানু, মাটির গন্ধ, গঠন, সাইন্টিফিক নাম মনে রেখে - এ সব করতে করতে মনে হতো নিজেরাই যেন কোন গবেষক। বন্ধুরা মিলে নানা রকমের বাহারি পাতা, আগাছা, পোকামাকড়ের স্যাম্পল সংগ্রহ করতে দৌড়াদৌড়ি, নোটবুক তৈরী, কারটা বেশী সুন্দর হলো সেটা নিয়ে হালকা প্রতিযোগিতা, সেই সব মুহূর্তগুলো আজও বুকের ভেতর নরম আলো হয়ে জ্বলে।

ক্লাস শেষে দুপুরে হলে ঢুকতেই পাতলা ডালের গন্ধ, গরম ভাতের ভাপ, এক পিস মাছ অথবা মুরগির টুকরার অপশন আর কিছু সবজি এই সাধারণ খাবারটাই ছিল তখন পৃথিবীর সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক খাবারের এক বিশাল মেনু। বিকেলের দিকে কখনো কখনো বন্ধুরা সবাই মিলে চলে যেতাম নদীর পাড়ে, আম বাগানে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে। হালকা বাতাসে পাতার খস খস শব্দ, নদীর জলছাপ সব মিলেয়ে যেন পুরো পৃথিবীটাই ছিল শান্ত, ধীরে চলা, শুধুই আমার নিজের মতো। কেউ গাইতো গান, কেউ বলতো গল্প, কেউ চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো। সেই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো আজ সব চেয়ে বড় মনে হয়। সন্ধ্যা বেলায় শহীদ মিনার, মরণ সাগর, বিজয় একাত্তরের পাদদেশে বসে সময় কাটানো, লাইব্রেরীর দোতলায় বইয়ের পাতায় চোখ বুলানো এবং মিলনাতনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করাই ছিল আমাদের আনন্দের প্রধান উৎস। বিভিন্ন সংস্কৃতিক সংগঠন যেমন পদচিহ্ন, অঙ্কুর, কৃষ্টি, বাঁধন, রোভার স্কাউট, অনুষদ ভিত্তিক অনুষ্ঠানে যখন আমাদের বন্ধুরা অংশ নিত, আমরা গ্যালারিতে বসে সেই মুহূর্তগুলো উপভোগ করতাম। উচ্ছাস, করতালি আর হাসাহাসির সেই দিনগুলো আজও স্মৃতিতে ভেসে বেড়ায়। রাতে হলের টিভি রুমে শুরু হতো আসল নাটক। সিনিয়র জুনিয়রদের চিরাচরিত রিমোট যুদ্ধ। কেউ চায় দেখতে কাসুটি জিন্দেগি কি সিরিয়াল, কেউ চায় ইংলিশ মুভি, কেউ আবার চাপা স্বরে বলতো ভাই একটু নিউজ চ্যানেল দিলে হয় না! শেষমেষ সবাই থেমে যেত বিফোরইউ (b4u) চ্যানেল এর কাছে।

কর্মব্যস্ত সংসারের দায়িত্বে জড়ানো, সময়ের পিছনে ছুটতে ছুটতে নিজের জন্য কোন সময় নাই কিন্তু অন্তরের গভীরে সেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিগুলো রয়ে গেছে নরম উষ্ণতায় ভরা। জীবন অনেক দূর এগিয়ে গেছে কিন্তু সেই দিনগুলোর প্রতি মায়া এখনো রয়ে গেছে। আহা! তখন জীবন কত সহজ ছিল। সেখানে দুশ্চিন্তা ছিল কম, স্বপ্ন ছিল বড় আর হাসি ছিল মুক্ত। চাইলেই ফিরে যাওয়া যায় না কিন্তু হৃদয় বারবার ডাক দেয়- "আহারে- যদি আরেকবার ফিরে যাওয়া যেত! যদি আরেকটা বিকেল কাটানো যেত নদীর পাড়ে! যদি আবার ক্যান্টিনের পুরি সিঙ্গারাটা খাওয়া যেত বন্ধুর আড্ডায়.....”।